জনকণ্ঠ

তারিখ ..... 05 JUL 2006
পৃষ্ঠা ৫

দেশজুড়ে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

স্কুলছাত্র দীপুর ঘাতক শিক্ষক শাহীনা ও খোরশেদুল হক গ্রেফতার

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ পাষণ্ড শিক্ষকের নির্মম বেত্রাঘাতে দশ বছরের নিষ্পাপ কিশোর দীপুর বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবিদদের অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'খবরদার শিক্ষার্থীর গায়ে কেউ কোন কারণে হাত তুলবেন না।' দেশজুড়ে অভিভাবকদের মধ্যেও ঘটনাটি সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া, মর্মবেদনা। শিক্ষাবিদদের কয়েকজন বলেছেন, স্কুল পড়ুয়া কোমলমতিদের মনোবেদনা

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

স্কুলছাত্র দীপুর ঘাতক প্রধান শিক্ষক শাহীনা এবং সহকারী শিক্ষক খোরশেদ —জনকণ্ঠ

স্কুলছাত্র দীপুর

(প্রথম পাতার পর) নিয়ে লেখা ডেভিড কপারফিল্ডের মতো বিখ্যাত উপন্যাসকে হার মানাচ্ছে দেশের বদমেজাজি কিছু শিক্ষক। উপন্যাসে ডেভিডের জন্য যন্ত্রণাদায়ক স্কুলটির নাম ছিল 'সালেম হাউস'। দীপুর মৃত্যুসহ সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা প্রমাণ করেছে, দেশে এ ধরনের অসংখ্য 'সালেম হাউস' রয়েছে।

শ্রেণীকক্ষে বেত মারা, গালমন্দ, বকাঝকা, নীলডাউন, আঙ্গুলের ভেতর পেন্সিল দিয়ে কষা, ডাস্টার দিয়ে পেটানো, বেঞ্চের নিচে মাথা ঢুকিয়ে রাখা, কান ধরে উঠবস করা এখনও অব্যাহত আছে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বদমেজাজি ও উগ্র শিক্ষক এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েই চলছে। খোদ রাজধানীর নয়াটোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনার পর দাবি উঠেছে, স্কুল চত্বরে বেত বা লাঠির ব্যবহারসহ সব ধরনের শাস্তি বন্ধ করুন।

এদিকে নিষ্পাপ কিশোর দীপুর ঘাতক প্রধান শিক্ষক শাহীনা আক্তার এবং সহকারী শিক্ষক খোরশেদুল হককে রমনা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নিহত দীপুর হতদরিদ্র মা জাহানারা বেগম জানু বাদী হয়ে ৩০৪ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, তাঁর সন্তানকে জোড়া বেত দিয়ে বেদম প্রহারের পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছে। রমনা থানা পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক দুই শিক্ষককে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। এদিকে দীপুর মায়ের আর্তনাদ—মা, খুব খিদে পেয়েছে, খেতে দাও—এ কথা তাকে কে আর বলবে?

নয়াটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটলেও দেশজুড়ে এমন বর্বরোচিত এবং অমানবিক ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি পাবনার ভাঙ্গুড়ায় স্কুল শিক্ষক আব্দুল হালিম নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে জুতা দিয়ে পিটিয়েছে। আঘাত করেছে বুকে, মুখে ও মাথায়। ছাত্রীটির অপরাধ শিক্ষকের নির্দেশমতো সে বোরকা পরেনি।

ঝিনাইদহের শিকারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মারধরের ভয়ে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন স্কুলে যায়নি। গত ২১ মে স্কুলের দুই শিক্ষক কয়েক শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করলে সকল শিক্ষার্থী আতঙ্কিত হয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে। গত ২৫ মে মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে বেদম পিটিয়েছে সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম। ছাত্রটির মা-বাবা এর প্রতিবাদ করায় ঐ শিক্ষক তাদের এক ঘণ্টা স্কুলে আটকে রেখে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার হুমকি পর্যন্ত দেয়।

বাবা অধ্যক্ষের কাজের প্রতিবাদ করায় এক শিশু সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ওপর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। ঢাকার অভিজাত স্কুল বিআইটি উত্তরা শাখার স্ট্যান্ডার্ড ফোরের শিক্ষার্থী আশরাফুল আলম মিলকী লিখিত বক্তব্যে বলেছে, গত ১৩ এপ্রিল প্রিন্সিপাল লুবনা ম্যাডাম এবং হেড মাস্টার আজাদ স্যার তাকে প্রচণ্ড ধমকায়। সেদিন শিক্ষকরা তার টিফিন ও গেমস পিরিয়ড বাতিল করে তাকে একটি পানিশমেন্ট রুমে বসিয়ে রাখে। একদিন সে পানিশমেন্ট রুমেই হিসি করে দেয়। এ ছাড়া মশার কামড় ও দুঃসহ গরমে সে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেছেন, এটা খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। একজন শিশু-কিশোরকে পিটানো এমনকি মেরে ফেলা বর্বর কাজ বললেও কম হয়। তিনি বলেন, দেশের কোন মানুষই এ ধরনের জঘন্য কাজ সমর্থন করে না, করতে পারে না।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, যে শিক্ষিকার মাতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও ভালবাসায় কোমলমতি শিশুকে গড়ে তোলার কথা, সে কতটা নিষ্ঠুর হলে নিজের সন্তানতুল্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষক মহিলা না হলে তিনি বিবৃতি দিয়ে কঠোরতম শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড দাবি করতেন।

এদিকে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয় শিশুর মনোজগতের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এর সঙ্গে যখন বিদ্যালয়ের কড়া অনুশাসন যুক্ত হয় তখন পুষ্টিহীন-ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুটি হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং হীনমন্যতায় ভোগে।

উদয়ন স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নেত্রী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী বলেন, পড়াশোনা হবে আনন্দের সঙ্গে। কোন রকম শাস্তি, চাপ প্রয়োগ এবং শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন আজকের যুগে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

জানা যায়, দেশে এক শ্রেণীর বদমেজাজি শিক্ষক রয়েছে যাদের চোখের দিকে তাকাতে শিক্ষার্থী ভয় পায়। শিক্ষার্থীর সঙ্গে যাতে ভাল ব্যবহার করা হয় সে জন্য দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধান চালু হয়েছে। উদ্দেশ্য, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার। কিন্তু নয়াটোলা স্কুলে শিক্ষিকার প্রহারেই মারা গেল দীপু।

সরকার, ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন এ্যালায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে গত ২৫ এপ্রিল বলা হয়েছে, বাড়ির চেয়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় শিশুরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।